- জুলাই মাসে বিদেশে গেছে ২০ হাজার ১৫৭ জন
- ফেরত ৬৪ হাজার ১১৪ জন

জনশক্তি রপ্তানিতে বিপর্যয়

রিপোর্ট... **আসাদুর রহমান**

লিপি সালেহা, এ দেশেরই একজন। ভাগ্যান্বেষণে বছরখানেক আগে দুবাই গিয়েছিলেন। ৮ আগস্ট দুবাই পুলিশ তাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়। তার আগে অবশ্য তিনি ২২ দিন দুবাইয়ের জেলে ছিলেন। বিয়ে হয়েছিলো তার, সংসার হয়নি। সংসারে একটু শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য লিপির চেষ্টার কোনো অন্ত ছিলো না। এ সময় তার পরিচিত একজন তাকে বিদেশে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয়। সেখানে ভালো কাজের প্রতিশ্রুতিও দেয়। লিপির চোখে তখন সংসার, স্বামী নিয়ে বেঁচে থাকার হাজারো বর্ণিল স্বপ্ন। কোনো কিছু না ভেবেই রাজি হন লিপি। পরিচিত লোকটি লিপির ছবি তুলে পাসপোর্ট করায়। যদিও টাকার অঙ্ক শুনে প্রথমে তিনি ঘাবড়ে যায়। পরে সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত জীবন আর দিনার কামানোর স্বপ্নে বিভোর লিপির মনে হয় তিনি তো একদিন টাকা শোধ করবে। সুতরাং ধার করে বিদেশে যাওয়াই যায়। লিপিও ৬০ হাজার টাকা ধার করে পরিচিত ব্যক্তির হাতে তুলে দেন। তারপর একদিন উড়াল দেন তিনি। দুবাই বিমানবন্দরে নেমেই তার স্বপ্নভঙ্গ হয়। দুবাইয়ে তাকে জানানো হয় আপাতত তাকে একজনের বাসায় থাকতে হবে। তারপর তাকে কাজ দেয়া হবে। পূর্ব কৌশল অনুযায়ী তাকে একজন বাংলাদেশী নাগরিকের বাসায় রাখা হয়। তারপর আর সেই পরিচিত জনের দেখা পায়নি লিপি। শুরু হয় লিপির নতুন জীবন। বাংলাদেশী মালিকের বাসায় শুরু হয় গৃহভৃত্যের কাজ। হঠাৎ একদিন তার মালিকের সঙ্গে প্রতিবেশী একজন শ্রীলঙ্কান নাগরিকের ঝগড়া হয়। এবং তা মারামারিতে রূপ নেয়। সঙ্গত কারণেই পুলিশ আসে। পুরো বাড়ি তল্লাশি করে। বিদেশী সবার পাসপোর্ট পরীক্ষা করে পুলিশ। যাদের ভিসা ছিলো না তাদের ধরে নিয়ে যায়। এদের একজন লিপি। ভাগ্য সহায়তা না করায় তাকে দুবাই জেলে যেতে হয়। ওদিকে মালিকের কাছে পাওয়া এক বছরের বেতনও নেয়া হয় না তার। ২২ দিন জেলে কাটানোর পর দুবাই পুলিশ তাকে বাংলাদেশগামী প্লেনে তুলে দেয়।

ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে কান্নায় ভেঙে পড়েন লিপি সালেহা। সালেহার মতো হাজারো সালেহা প্রতিনিয়ত

প্রতারক/দালালদের খপ্পরে পড়ে বিরাট অঙ্কের টাকা দিয়ে প্রতারিত হচ্ছে। ভিসা ছাড়া অবৈধভাবে অন্য দেশে গমন করার ফলে সেসব দেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এক সময়ের মধ্যপ্রাচ্যবাসীর কাছে প্রিয় বাংলাদেশী শ্রমিকরা অপাংক্তেয় হয়ে যাচ্ছে। এতো গেল একটা দিক। এছাড়াও বিদেশে গিয়ে ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না অনেকেই। অনেকে অপরাধপ্রবণ কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। আর সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে বাংলাদেশী শ্রমিকদের। ফলে ভাটা পড়ছে জনশক্তি রপ্তানিতে। উপরের ঘটনার মতো অবশ্য অনেক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। যেগুলো দেশের জন্য জাতির জন্য অসম্মানজনক, মানহানিকর। যেসব কারণে জনশক্তি রপ্তানির ওপর খড়্গ নেমে আসছে। পাশাপাশি সরকারের অবহেলা তো আছেই।

শ্রেণীভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

সাল	পেশাগত	দক্ষ	আধা দক্ষ	অদক্ষ	মোট
২০০০	১০৬৬৯	৯৯৬০৬	২৬৪৬১	৮৫৯৫০	২২২৬৮৬
২০০১	৬৯৪০	৪২৭৪২	৩০৭০২	১০৯৫৮১	১৮৮৯৬৫
২০০২ (মার্চ পর্যন্ত)	২০৯৮	৮৮১০	৬৪৮৮	২৫২৭৬	৪২৬৭২

প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

		প্রেরিত অর্থের পরিমাণ	
অর্থবছর	বিদেশে কর্মজীবীর সংখ্যা	মিলিয়ন ডলার	কোটি টাকা
১৯৯৯/০০	২৪৮০০০	১৯৪৯.৩২	৯৮২৫.৪
২০০০/০১	২১৩০০০	১৮৮২.১০	১০২৬৬.০০
২০০১/০২ (মার্চ পর্যন্ত)	১৩৯০০০	১৮১১.০০	১০৩৮০.৬৩

জনশক্তির বাজার এবং মন্দার কারণ

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি দিনে দিনে কমে আসছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর স্বচ্ছতার অভাব, বিশ্ব অর্থনীতির মন্দাভাব, বিদেশে বাংলাদেশের হাইকমিশনগুলোর দায়িত্বে অবহেলা সর্বোপরি শ্রমিকদের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় প্রভৃতি বিষয়গুলো বর্তমানে জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন জনশক্তি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তেমনি বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের ফেরত পাঠাচ্ছে দলে দলে। সরকারের এক হিসাব থেকে জানা যায়, গত জুলাই ২০০২ মাসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ২০ হাজার ১৫৭ জন বাংলাদেশী শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে বিপরীতে দেশে ফিরে এসেছে ৬৪ হাজার ১১৪ জন শ্রমিক।

বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির মূল বাজার মধ্যপ্রাচ্য। বিদেশে কাজ করা প্রায় ১৯ লাখ বৈধ শ্রমিকের ৮৫% কাজ করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। বাকি শ্রমিকের অধিকাংশই কাজ করে ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশগুলোতে।

মধ্যপ্রাচ্যের মতো ওশেনিয়া অঞ্চলেও বাংলাদেশ তাদের বাজার হারিয়ে ফেলছে। তবে এ বাজারগুলো হারানোর পেছনে মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রমিকদের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে এমনই কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

জনশক্তি রপ্তানি বিষয়টি মূলত দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমটি হলো বিশ্ব অর্থনীতি, দ্বিতীয়টি হলো বিশ্ব রাজনীতি। বর্তমানে সারা বিশ্বে চলছে অর্থনৈতিক মন্দা। তাই স্বাভাবিকভাবে এই ব্যবসায়ও মন্দা বিরাজ করছে। অন্যদিকে ওশেনিয়া অঞ্চলের যেসব দেশে জনশক্তি রপ্তানির মূল বাজার সেসব দেশগুলো যেমন- কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ইত্যাদি। এসব দেশে বাংলাদেশ রাজনৈতিকভাবে তেমন সুবিধা করতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে এম/এস হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের স্বত্বাধিকারী মোঃ সিদ্দিক বারী খান সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ রাজনৈতিক কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দুটি দেশে ৩/৪ লাখ শ্রমিকের প্রয়োজন। তারা বাংলাদেশের শ্রমিক পছন্দ করে কিন্তু এই শ্রমিক নিচ্ছে চায়না ও ইন্দোনেশিয়া থেকে।

বাংলাদেশের শ্রমিকরা বিদেশে গিয়ে দ্রুত হতাশার মধ্যে পড়ে। এই হতাশার মূল কারণ হলো কম বেতন। বাংলাদেশী শ্রমিক বিশ্ব বাজারে সবচেয়ে কম পারিশ্রমিক দিয়ে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সিদ্দিক বারী খান জানান, যখন বাংলাদেশী শ্রমিকটি দেখে তার পাশাপাশি একজন নেপালি বা ভারতীয় শ্রমিক তার থেকে বেশি বেতন পাচ্ছে, দেশে বেশি টাকা পাঠাচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবে তার মধ্যে হতাশা আসে। অন্যদিকে পৃথিবীর যে কোনো দেশের চেয়ে বাংলাদেশ সরকার ট্যাক্স/লেভি বেশি কাটে। ফলে তাদের বেতনের টাকা আরও কমে যায়। অবৈধ শ্রমিকের অবস্থা আরও খারাপ। তারা বৈধ শ্রমিকের সমপরিমাণ কাজ করে কিন্তু টাকা পায় অর্ধেক। তাদের মধ্যে হতাশার মাত্রাও থাকে বেশি। ফলে তারা বিভিন্ন খারাপ কাজের দিকে অগ্রসর হয়।

হ্রাস পাচ্ছে জনশক্তি রপ্তানি

বিদেশের বাজারে জনশক্তি রপ্তানি কমে যাওয়ার পেছনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো দেশের শ্রমিকদের অশিক্ষা। মূলত দু'ধরনের শ্রমিক বিদেশে যায়। প্রথমত, আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের। পরিবারে সচ্ছলতা আনতে শেষ সম্বলটুকুর ওপর ভরসা করে এই ধরনের পরিবারের ছেলেরা বিদেশে যায়। দ্বিতীয়ত, পয়সাওয়ালা ঘরের বখে যাওয়া সন্তান। অবশ্য সব সময় ব্যাপারটা এমন হয় তাও নয়। আর্থিকভাবে সচ্ছল অনেক পরিবারের সন্তানই আজকাল বিদেশে যাচ্ছে, ডলার, দিনার কামাতে। মূলত দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমিকরা গিয়ে বিদেশে বিভিন্ন অপকর্ম করে বেড়ায়। এ প্রসঙ্গে ফোর সাইট ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন জানান, মালয়েশিয়ার এক দৈনিকের জরিপ মতে, সে দেশের মোট সামাজিক সমস্যার ৬% বাংলাদেশী শ্রমিকের দ্বারা সংঘটিত হয়। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এ দেশের ছেলেদের গড়ন ও চেহারা মালয়েশিয়ার মেয়েদের আকৃষ্ট করে। তাছাড়া ইসলামিক শরিয়া আইন বহাল থাকলেও মালয়েশিয়ার সংস্কৃতি অনেকটাই খোলামেলা। বাংলাদেশের ছেলেরা সেখানে টাকা খরচ করে। ফলে মেয়েরা সহজেই ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের মধ্যে বিয়ে হয়, সন্তানাদি হয়। কিন্তু মালয়েশিয়ার আইনে বিদেশী ছেলে বিয়ে করার কোনো নিয়ম নেই। মেয়েদের পরিবার সেটা মেনে নেয় না। ফলে মেয়েরা সামাজিক সমস্যার মধ্যে পড়ে।'

এ প্রসঙ্গে সিদ্দিক বারী খান বলেন, 'সভ্য ও অসভ্য এক সঙ্গে চলতে পারে না। আমাদের দেশ থেকে অসভ্য লোকগুলোকে

দেশওয়ারী প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

সাল	সৌদি আরব	কুয়েত	ইউএই	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	অন্যান্য	মোট
২০০০	১৪৪৬১৮	৫৯৪	৩৪০৩৪	৪৬৩৭	৫২৫৮	১৭২৩৭	১১০৯৫	৫২১৩	২২২৬৮৬
২০০১	১৩৭২৪৮	৫৩৪১	১৬২৫২	৪৩৭১	৪৫৬১	৪৯২১	৯৬১৫	৬৬৫৬	১৮৮৯৬৫
২০০২ (মার্চ পর্যন্ত)	৩১৩৬৮	২৮৩৩	৩৯৯৮	৮৮৮	৮৯৫	০৯	১৮৪৮	৮৩৩	৪২৬৭২

বিদেশে পাঠানোয় সরকারের আগ্রহ বেশি।' তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'স্বাধীনতার পর ত্রিপলিতে লোক চাইলো। প্রতি এমপিকে ৫ জন করে মুক্তিযোদ্ধা দিতে বললো সরকার। তখন ১৪০০ লোক বিদেশে পাঠানো হলো। এদের অধিকাংশই ছিলো সন্ত্রাসী।' তিনি বলেন, 'পৃথিবীর অনেক দেশই আজ খোলামেলা সংস্কৃতির দেশ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের শ্রমিকরা সেসব দেশের সংস্কৃতি বোঝে না। ফলে তাদের প্রায়ই পুলিশি ঝামেলায় পড়তে হয়। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির বিষয়ে ক্লাস হয়। কিন্তু তা মানসম্মত নয়।

শুধু বিয়েতেই শেষ নয়; খুন, ধর্ষণ, পতিতালয় প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন অপকর্মের জন্য আজ বাংলাদেশী শ্রমিক বিদেশের বাজারে নিন্দার মুখে পড়েছে। কুয়েতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলেও সেখানে বাংলাদেশী শ্রমিকরা পতিতালয় প্রতিষ্ঠা করেছে, ড্রাগ পাচারের কাজ করছে। ১৯৯৮ সালে কুয়েতের মুখ্য সচিবের পিতার হত্যাকান্ডের পর সেখানে বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীলঙ্কান এক মহিলাকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে এ বছর জুলাইতে কুয়েতে দুই বাংলাদেশীর ফাঁসি হয়। একই মাসে এক বাংলাদেশীর ঘুষিতে নিহত হয় এক মিশরীয় নাগরিক। বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী পতিতালয় প্রতিষ্ঠা, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, ড্রাগ, ব্যবসা প্রভৃতি অপরাধে কুয়েতে ৮৮ জন বাংলাদেশী শ্রমিক বিভিন্ন মেয়াদি কারাভোগ করছে। এদের মধ্যে একজন মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি রয়েছে। জানা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে একজন বাংলাদেশী শ্রমিকের হাতে মালয়েশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী নিহত হয়।

মালয়েশিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হত্যা সম্পর্কে সিদ্দিক বারী ২০০০কে বলেন, 'ছাত্রী হত্যার ঘটনা মালয়েশিয়ার সাধারণ জনগণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তারা এ হত্যাকান্ডকে তাদের আত্মসম্মানে আঘাত হিসেবে দেখছে'।

ব্রুনাইতে বাংলাদেশী শ্রমিকদের ভাংচুর, বিক্ষোভ, কোম্পানি ঘেরাওয়ের ঘটনায় বাংলাদেশ সরকার ব্রুনাইতে জনশক্তি রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে জনশক্তি রপ্তানিকারক সমিতি (বায়রা) সেক্রেটারি জেনারেল গোলাম মোস্তফা ২০০০কে জানান, 'ব্রুনাইতে বাংলাদেশের শ্রমিকরা মিছিল করলো, অফিস-গাড়ি ভাঙচুর করলো, জেনারেল ম্যানেজারকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে ফেললো। এমন ঘটনা ব্রুনাইয়ের ইতিহাসে কখনই ঘটেনি। ফলে এই খবর ব্রুনাইয়ের টিভি, সংবাদপত্রের মূল খবর হয়ে দাঁড়ায়। এতে ব্রুনাইয়ে আমাদের বাজার বন্ধ হয়ে যায়।'

বিদেশের বাজারে জনশক্তি রপ্তানির বাজার বন্ধ হয়ে যাবার পেছনে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অবৈধ শ্রমিক। মালয়েশিয়ায় টুরিস্ট ভিসা নিয়ে যাওয়ার পর পাসপোর্ট ফেলে দিয়ে সে অবৈধ শ্রমিক হয়ে যায়। তাছাড়া দেশ থেকেও প্রচুর অবৈধ শ্রমিক বিদেশে পাড়ি জমায়। দেশ থেকে যাওয়া অবৈধ শ্রমিক বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও রিক্রুটিং এজেন্সি একে অপরকে দোষারোপে ব্যস্ত। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব দলিল উদ্দিন মন্ডল সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো ভুয়া সরকারি কাগজ তৈরি করা শুরু করেছে।' অন্যদিকে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর মতে, মন্ত্রণালয় ও ইমিগ্রেশনের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে অবৈধ শ্রমিক বিদেশে পাড়ি জমাতে পারছে। তাদের মতে, সব বাধা পাড়ি দিতে পারলেও ইমিগ্রেশনে একজন অবৈধ শ্রমিক অবশ্যই ধরা পড়বে।

বিদেশগামী শ্রমিকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিষয়ে সিদ্দিক বারী খান দায়ী করেছেন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোকে। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'গ্রাম থেকে একটা বিদেশে যেতে চাওয়া লোক প্রথমে আসে ব্যুরোতে। কারণ তারা আমাকে চেনে না। ব্যুরোর কর্মকর্তারা তাদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে তাদের পরিচিত বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে পাঠিয়ে দেয়। তাছাড়া ব্যুরো পর্যন্ত আসতেও এদের কখনো কখনো দুই/তিন হাত পার হয়ে আসতে হয়। ফলে তাদের খরচ বেড়ে যায়'।

জনশক্তি রপ্তানিতে বিপর্যয় এবং...

বর্তমানে দেশে প্রায় ৭০০ রিক্রুটিং এজেন্সি থাকলেও তাদের গুটিকয়েক একচেটিয়া ব্যবসা করে চলছে। এ প্রসঙ্গে এ এম এয়ার ট্রাভেলসের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের হাইকমিশনগুলো মোটা অঙ্কের টাকার

North South University

Offers Course in

CERTIFICATE IN ENGLISH PROFICIENCY (CEP)

If you are interested in improving your proficiency in English and Communication, here is an opportunity to do so with the most prestigious private university in the country.

Join the CEP program offered by English Institute at NSU. This is an integrated English language skills program with focus on speaking and writing. You will have the individual PC access to develop communication skills for both general and professional purposes.

Classes Start: *September 22, 2002*
Course Duration: *40 hrs (10 weeks)*
Contact: *Dr. Irina E. Averianova* or *Dr. Deena Forkan* on or before September 18, 2002
Just Call: 9885611-20 Ext: 181, 149, 127

The English Institute, 9th Floor, Star Tower
12, Kemal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka

বিনিময়ে গুটিকয়েক রিক্রুটিং এজেন্সিকে কাজ দিচ্ছে। যেমন- কোরিয়ায় ৫টি ও মালয়েশিয়ায় ১০টি কোম্পানি জনশক্তি রপ্তানির কাজ করছে। দেশ দুটো চাচ্ছে সবার জন্য ব্যবসাটি উন্মুক্ত করে দিতে। কিন্তু হাইকমিশনগুলোর সেদিকে কোনো নজর নেই। ফলে ঐ কোম্পানিগুলো তাদের ইচ্ছে মতো ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ছোট কোম্পানিগুলো ঝরে যাচ্ছে। সরকারের এ দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন।'

বর্তমান বিশ্ব বাজারে অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা কমে গেছে ব্যাপকভাবে। টেকনিক্যাল কাজে অভিজ্ঞ লোকের চাহিদা রয়েছে বেশি। দেশে সরকারি পর্যায়ে এই শ্রমিকদের ট্রেনিং দেয়ার জন্য রয়েছে ১২টি ট্রেনিং সেন্টার। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (ট্রেনিং) নুরুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এই সেন্টারগুলো থেকে ২৩টি ট্রেডে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আগামী জানুয়ারি থেকে এই সেন্টারগুলোতে ফেব্রিকেশনের প্রশিক্ষণ কাজ শুরু হবে'। তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'বিদেশের বাজারে কোন ধরনের শ্রমিকের প্রয়োজন সে বিষয়ে কোনো সার্ভে নেই। ফলে আমরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিক তৈরি করতে পারছি না।' এই ট্রেনিং সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে অধিকাংশ রিক্রুটিং এজেন্সির রয়েছে বিভিন্ন অভিযোগ। তারা মনে করেন, এই সেন্টারগুলো থেকে যুগোপযোগী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না'। এ প্রসঙ্গে বায়রার জেনারেল সেক্রেটারি গোলাম মোস্তফা বলেন, 'ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে মান্ধাতার আমলের শিক্ষা দেয়া হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা শেখানোর বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন'।

বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির বাজার যখন এতোসব সমস্যার মুখোমুখি, তখন কি ধরে নিতে হবে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানিখাত বন্ধ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে বায়রার জেনারেল সেক্রেটারি গোলাম মোস্তফা জানান, ইউরোপের দেশগুলোতে জনসংখ্যা উৎপাদনের হার খুবই কম। সেখানে বয়স্ক লোকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আগামী ১৫/২০ বছর পর সে দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানির বিরাট বাজার সৃষ্টি হবে। সেজন্য এখনই আমাদের তৈরি হওয়া প্রয়োজন। মালয়েশিয়ায় বাজার ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ফোর স্টার ইন্টারন্যাশনাল লিঃ-এর চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা করলে কিছুই হবে না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বিদেশ সফরে যান। তিনি তার সফরে এ বিষয়ে জোরালো আলোচনা করতে পারেন'। তিনি আরও বলেন, 'মালয়েশিয়ার বাজার ফিরিয়ে আনার এখনও সুযোগ আছে। কোনো প্রকার আর্থিক সাহায্য চাই না। আমাদের শুধু লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া হোক। আমরা মালয়েশিয়ার বাজার ফিরিয়ে আনবো।'

গত কয়েক বছরে মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়ায় দুর্নাম কুড়িয়েছে এমন শ্রমিকের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি তা নয়। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু শ্রমিকের জন্য দায়দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে সবাইকে। বিভিন্ন দেশ থেকে বহিষ্কার হচ্ছে হাজার হাজার শ্রমিক। এর বাইরের অপর একটি চিত্র হচ্ছে পরিশ্রমী হিসেবে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী শ্রমিকদের সুনাম আছে। মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও ইউরোপ, আমেরিকায় প্রচুর বাংলাদেশী রয়েছে। এসকল শ্রমিকরা সেসব দেশ ও বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রচুর ভূমিকা রাখছে। তারপরও বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার কারণে বিভিন্ন দেশ শ্রমিক ছাঁটাই করতে বাধ্য হচ্ছে। এই ছাঁটাইয়ের হাত থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে সরকার। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক কতটা জোরালো তার ওপর নির্ভর করে জনশক্তি রপ্তানি। যেসকল শ্রমিকের কারণে বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে, সরকার তাদের দেশে ফিরিয়ে আনতে পারে। তারপর যথাযোগ্য শাস্তির বিধানও করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকার, শ্রমিকদের সাহায্য করতে পারে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের হাইকমিশনগুলো। যদিও তাদের সম্পর্কে অভিযোগ বিস্তর, তারপরও মূল ভূমিকা রাখতে হবে তাদেরই। কারণ বাংলাদেশ যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে তার অধিকাংশই আসে এই শ্রমিকদের কাছ থেকে। যে কারণে দেশের অর্থনীতির অবদানে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। তাই বিদেশে যেন জনশক্তির বাজার সঙ্কুচিত হয়ে না আসে তার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

পাত্রী চাই, মুসলিম শিক্ষিত পরিবারের উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি B.Sc (৩০) শ্যামবর্ণের ঝামেলাহীন বিশিষ্ট জুয়েলারি ব্যবসায়ী স্মার্ট পাত্রের জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী U.S.A, Canada, Australia ইমিগ্রান্ট পাত্রী চাই। পাত্রের নিজের ঢাকায় বাড়ি ও ব্যবসা আছে। ডিভি ওয়ান পাওয়া পাত্রীরাও যোগাযোগ করতে পারেন। পাত্রী নিজে কিংবা অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।— যোগাযোগ বক্স-২৬৭, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (বুয়েট), চাকরিরত, বন্ধুত্ব থেকে জীবনসঙ্গিনী পেতে চাই। সুন্দর মনের মেয়েদের লেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।— বেলাল, ৩০১২, শেরে বাংলা হল, বুয়েট

***

ঢাকায় অবস্থানরত যে কোনো পেশায়, ধর্মের পঁয়ত্রিশোর্ধ্ব মহিলারা বন্ধুত্বের আহ্বানে।— Prince, Via- Romana-79, Nettuno-00048 (RM) Italy অথবা Rumy, Project Incharge, Self Development Assistance, G.P.O Box No- 2576, Dhaka-1000

***

মানুষের অন্তঃ সৌন্দর্যই তো প্রকৃত রূপ হওয়া উচিত। এই ধারণাতেই সবকিছু উনার সঙ্গে শেয়ার করতে চাই।—আকাশ, বক্স- ২৭১, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

বুয়েটের ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাত্র (৩২) নম্র ও ভদ্র, নিজ নামে ঢাকায় ফ্ল্যাট এবং আগামী বছর বিদেশগামী। বিবিএ, কম্পিউটার সায়েন্স, এ লেভেল বা প্রাইভেট ইউনি-ভার্সিটির স্মার্ট পাত্রী আবশ্যক।— ইখতিয়ার- ৯৬৭১৪৬৮ (রাতে বা ছুটির দিনে)

***

ইঞ্জিনিয়ার (বুয়েট), চাকরিরত, ঢাকায় স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে বসবাসরত রমণীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, প্রেম করে জীবনসঙ্গিনী বেছে নিতে চাই। ঢাকার বাইরের সুন্দরী মেয়েরাও ফোন নম্বরসহ যোগাযোগ করতে পারেন।— শাহীন, ৩০১২, শেরে বাংলা হল, বুয়েট, ঢাকা-১০০০

***

বন্ধুত্ব করতে চাই, ভদ্র, স্মার্ট, সুশ্রী, সুন্দর মনের অধিকারী যে কোনো বয়সের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। আগ্রহী মেয়েরা যোগাযোগ করুন।— মোর ইন ওয়ান রাসেল- 018242314, 011846244

***

যিনি সবকিছু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে উপলব্ধি করেন এবং বাহ্যিক সৌন্দর্যকে গৌণ মনে করেন সেই ৩০ ঊর্ধ্ব নারীকে অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে পেতে চাই।— আকাশ, বক্স ২৭১, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

ফোনে বন্ধুত্ব করতে চাই।— কনক, ৭১২৩১৬৬ (১২টা থেকে ৪টা)